এ তথ্য আমরা জানলাম। কিন্তু নিজেদের কন্যার বেলায় তারা অবশ্য আপন বিয়ের বয়সটিকে আদর্শ মনে করেননি। কুড়ি-বাইশের আগে নিজের মেয়েদের বিয়ে দেননি। এই বাস্তবতা বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটো সত্য দেখতে পাব। এক. বেশ অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ার কুফল তারা বিবেচনায় নিয়েছেন। দুই. যুগের হাওয়াকে অস্বীকার করেননি। একইভাবে কুড়ি-বাইশে যেসব মেয়ে বিয়ে করেছেন এবং যাদের কন্যারা এগিয়ে চলেছেন বিয়ের বয়সের দিকে, তারাও এক ধাপ সামনে বাড়ছেন। নিজের যে বয়সে বিয়ে হয়েছিল, সে বয়সে বা তার নিচে মেয়েদের বিয়ে দেয়ার কোনো পরিকল্পনাই তাদের নেই। এ তো গেল শিক্ষিত নগরবাসীর কথা। গ্রামের অবস্থা কী?

স্বীকার করে নিতেই হবে নগরেরই মতো গ্রামে মোটাদাগে রয়েছে বিভাজন– অবস্থাসম্পন্ন ও দরিদ্র পরিবার। মেয়েদের বিয়ের বয়সের ক্ষেত্রেও তাই রয়েছে দুটি ভাগ। দুই শ্রেণির পরিবারের মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে বয়সের ব্যবধান বিরাট। একদিকে রয়েছে ১৪ থেকে ১৬, এমনকি ১৪-এর নিচেও; অপরদিকে কমপক্ষে ১৮। বাংলাদেশের আইন কী বলছে? বলছে মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর। মেয়েদের বিয়ের বয়স হিসেবে আঠারোকে একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরে নেয়া হয়েছে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ পৃথিবীর বহু দেশে। যেমন ইংল্যান্ডে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮, আমেরিকায় ১৮, ফ্রান্স-জার্মানি-ইতালি-স্পেনেও ১৮। এমনকি সার্কভুক্ত দেশ ভুটান, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কায় ওই আঠারোই। লক্ষণীয় চীন-জাপানে মেয়েদের ন্যূনতম বিয়ের বয়স ২০, মালয়েশিয়ায় আবার একুশ। বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় যে দুটি দেশকে নিয়ে এখানে তুমুল তর্ক হয় সেই ব্রাজিল-আর্জেন্টিনায়ও মেয়েদের ন্যূনতম বিয়ের বয়স আঠারো। অথচ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে ষোল।

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যৌথভাবে বছরব্যাপী একটি প্রচারাভিযান বাস্তবায়ন করে। এ অভিযানের নাম ছিল '১৮ বছরের আগে বধূ নয়'। উল্লেখ করার মতো তথ্য হলো বাংলাদেশে প্রতি তিনজন বিবাহিত কন্যাসন্তানের দুইজনেরই বয়স ১৮ বছরের নিচে।

বাংলাদেশের সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের জন্য বিয়ের আইনি বয়স মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ আর ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর। সুতরাং, ১৮ ও ২১ বছর বয়সের নিচে কোনো মেয়ে ও ছেলেশিশুর মধ্যে বিয়ে হলে তা বাল্যবিবাহ হিসেবে পরিগণিত হবে। দেশে মেয়েদের ন্যূনতম বিয়ের বয়স ১৮ হলেও বিপুলসংখ্যক মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আঠারো বছর বয়সের নিচে। পরিসংখ্যান বলছে, ১৮ বছরের নিচে কন্যাসন্তানের বেশি বিয়ে হয়, এমন ২০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। এটা কি সম্মানজনক?

১৫ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৬ করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার বিষয়ে আলোচনা হয়। তখন থেকেই গণমাধ্যমে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আসতে থাকে। নানা মহল থেকে সমালোচিত হওয়ার পর অবশেষে সরকার মেয়েদের বিয়ের বয়স আঠারোতেই রাখছে বলে জানা গেছে। একই সঙ্গে বাল্যবিবাহ অপরাধের দ্রুত বিচার সম্পন্ন এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দুটোই আপাত সুখবর এবং সাধুবাদযোগ্য। একদিকে বাল্যবিবাহের হার কমিয়ে আনার অঙ্গীকার ব্যক্ত এবং অপরদিকে বিয়ের বয়স কমিয়ে আনার চিন্তা অবশ্যই পরস্পর স্ববিরোধিতা। এখন বিয়ের বয়স নিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের স্থিতাবস্থা বজায় থাকলে জরুরি পদক্ষেপ হবে ঘরে-বাইরে মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। শিক্ষালয়ে তার যাতায়াত নির্বিঘ্ন রাখা। পুরুষতান্ত্রিকতার আছর থেকে তাকে মুক্ত রাখা। দেশের অর্ধেক অংশ নারীসমাজকে বোঝার বদলে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার মানসিকতা গড়ে উঠলে এবং পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটলেই আর মেয়েদের বিয়ের বয়স নিয়ে কারো মাথাব্যথা থাকবে না। প্রাপ্তবয়স্ক নারী ঠিক করতে পারবেন কখন তিনি দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করবেন। মনে রাখা চাই, শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুতি এবং ম্যাচুরিটি বিয়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ■

# বাল্যবিবাহ কোনো পৃথক সমস্যা নয়

মোশাহিদা সুলতানা ঋতু
*শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

আমাদের দেশের শহরে বা গ্রামে আইনবহির্ভূত বাল্যবিবাহ যে হারে হচ্ছে, তাতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই আইনের আসলে কোনো কার্যকারিতা নেই। এবং এটাও সত্য যে, নানান আর্থিক সঙ্কট ও কিশোরী সন্তানের নিরাপত্তাহীনতার কারণে পিতা-মাতা বাধ্য হচ্ছেন ঘরের মেয়েটিকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই বিয়ে দিতে। যদিও তারা ভালো করেই জানেন মেয়েটি তাদের এখনো মানসিক বা শারীরিকভাবে বেড়ে ওঠেনি। তাহলে যারা ভাবছেন বাল্যবিবাহ নিয়ে সচেতনতা বাড়ালে বাবা-মায়েরা বুঝতে পারবেন শারীরিক বা মানসিক বিকাশ না হওয়ার কারণে মেয়েদের ১৮ বছরের আগে বিয়ে দেয়া উচিত নয়, তারা ভুল ভাবছেন। কারণ বাবা-মায়েরা এসব জানার পরও এই সমাজে নিরাপত্তাহীনতার কারণে বাধ্য হচ্ছেন এ ধরনের অবৈধ বিয়ে দিতে। তাহলে এর সমাধান কি বিয়ের বয়স কমিয়ে ফেলা? অবশ্যই নয়। এর সমাধান হচ্ছে মেয়েদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ, অ্যাসিড নিক্ষেপ– এসব অপরাধে সাজা প্রদানে যতদিন কঠোর না হবে এই সমাজ, ততদিন বিয়ের বয়স ১৬ করা হোক, ১৮ করা হোক আর ২৬ করা হোক তাতে নারীদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন তো হবেই না; বরং বাল্যবিবাহের প্রবণতা দিন দিন আরো বেড়ে যাবে।

বাল্যবিবাহের অনেক অপকারিতা আছে তা সর্বজনবোধ্য। এ নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও তো নারীরা একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সেগুলোও তো সমস্যাই। সেসব সমস্যার সমাধান না করে শুধু বাল্যবিবাহ রোধ করতে হঠাৎ সরকার উঠে-পড়ে লেগে গেল কেন? শুধু বিশ্বের দুয়ারে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল পূরণের সাফল্য প্রদর্শন করতে, তাও আবার বাল্যবিবাহের হার না কমিয়ে, শুধু পরিসংখান দেখিয়ে? শেষ পর্যন্ত সরকার বিয়ের বয়স ১৮ থেকে কমিয়ে ১৬ করেনি তবে বাল্যবিবাহ রোধে কিছু কঠোর পদক্ষেপের কথা বলেছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, যারা মিথ্যা তথ্য দিয়ে বয়সের সার্টিফিকেট বের করবে এবং যারা এতে সাহায্য করবে, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা। আমি মনে করি না এতে বাল্যবিবাহ রোধ করা যাবে। যে দেশে বড় বড় অপরাধ, যেমন– ধর্ষণ, খুন, যৌন হয়রানি, অ্যাসিড নিক্ষেপের মতো অপরাধের সঠিক বিচার হয় না সেদেশে এসব ছোট অপরাধের বিচার হবে– এই আশ্বাস দিয়ে যদি কেউ বাল্যবিবাহ রোধ করতে চায় তা হবে খুবই হাস্যকর।

আমি মনে করি, বাল্যবিবাহ কোনো পৃথক সমস্যা নয়। একে দেখতে হবে সামগ্রিকভাবে অন্য সব সামাজিক সমস্যার অংশ হিসেবে। দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা, মিডিয়ার দ্বারা নারীকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন, পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট সামাজিক ব্যাধি, নারী পাচার, মাদক ব্যবসা, শহরকেন্দ্রিক উন্নয়ন, ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, বিচারহীনতা– এ সবকিছুই দায়ী বাল্যবিবাহের জন্য। এসব সমস্যাকে জিইয়ে রেখে শুধু বাল্যবিবাহ বন্ধ করা সম্ভব নয়। বরং এসব সমস্যার উপস্থিতিতে বাল্যবিবাহই একমাত্র আপাত সমাধান ভুক্তভোগীদের কাছে।